দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ: 08 MAR 2015

১৫ বছরে হাবিপ্রবি

হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, দিনাজপুর দেখতে দেখতে হাঁটি হাঁটি পা পা করে গৌরবের ১৪টি বছর সফলতার সঙ্গে পেরিয়েছে। বর্তমানে এ বিশ্ববিদ্যালয়ে ৪৫টি বিভাগ ও ৯টি অনুষদে প্রায় সাড়ে পাঁচ হাজারের বেশি শিক্ষার্থী ও ২ শত ৫০ জনের বেশি শিক্ষক, প্রায় ৫৫০ জনের মতো কর্মকর্তা-কর্মচারী রয়েছেন

দেশের উত্তরাঞ্চলের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, দিনাজপুর দেখতে দেখতে হাঁটি হাঁটি পা পা করে গৌরবের ১৪টি বছর সফলতার সঙ্গে পেরিয়েছে। বর্তমানে এ বিশ্ববিদ্যালয়ে ৪৫টি বিভাগ ও ৯টি অনুষদে প্রায় সাড়ে পাঁচ হাজারের বেশি শিক্ষার্থী ও ২ শত ৫০ জনের বেশি শিক্ষক, প্রায় ৫৫০ জনের মতো কর্মকর্তা-কর্মচারী রয়েছেন।

শিক্ষা কার্যক্রম: প্রতিষ্ঠাকালে বি. এস. সি. ইন এগ্রিকালচার অনুষদে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির মাধ্যমে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম আরম্ভ হলেও, পর্যায়ক্রমে সাতটি অনুষদের মাধ্যমে ৪৫টি বিভাগের তত্ত্বাবধানে ১০টি বিষয়ের ওপর এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী প্রদান, শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা কার্যক্রম সেমিস্টার পদ্ধতিতে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর এবং পি.এইচ. ডি. ডিগ্রী প্রদান করে আসছে। শুধু তাই নয়, চলতি শিক্ষাবর্ষে ব্যবসায় শিক্ষা অনুষদ, এগ্রিকালচার, কম্পিউটার সায়েন্স, ফিশারিজ, ফুড প্রসেস, ভেটেরিনারি এ্যান্ড এনিম্যাল সায়েন্স অনুষদে মোট ১০টি অনুষদের ৪৫টি বিভাগে মেধার ভিত্তিতে দেশী-বিদেশী মোট প্রায় ১৮০০ জন ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করানোর পাশাপাশি আসন সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনার পাশাপাশি মুক্ত সৃজনশীলতা চর্চা প্রতিযোগিতা, জ্ঞানের সমুদ্রে অবগাহন করা, মুক্ত সাংস্কৃতিক চর্চার উর্বর ক্ষেত্র হিসেবে দিন দিন প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। এ বিশ্ববিদ্যালয়ে রয়েছে সবুজ গাছপালার সমারোহ, আছে লাল-সাদা ইটের দৃষ্টিনন্দন সুবিশাল ভবন, আছে শহীদদের স্মরণে শহীদ মিনার, স্বাস্থ্যবানদের জন্য আছে জিমন্যাশিয়াম, খাবার প্রিয়দের জন্য ক্যান্টিন, আড্ডাবাজদের জন্য ডি-বক্স চত্বর ও টিএসসির মতো সব আধুনিক স্থাপনা। যেখানে নিয়মিত বসে শিক্ষার্থীদের আড্ডা। চলে সারাদিন।

অনন্য পাওয়া: চলতি শিক্ষাবর্ষ থেকে ইংরেজী ও আর্কিটেকচার নামক দুটি বিষয় চালু ও আসন বৃদ্ধি করেছেন। এছাড়াও অবকাঠামো উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে টিএসসি নির্মাণ, লাইব্রেরি আধুনিকায়ন ও নতুন ভবন নির্মাণ, আসন সংখ্যা বৃদ্ধি, ইউটিলিটি ভবন সম্প্রসারণ, অফিসার কোয়ার্টারসহ লেডিস হল-একাধিক কর্মযজ্ঞ চলছে। এছাড়াও পরমাণু বিজ্ঞানী প্রয়াত ড. এম.এ. ওয়াজেদ মিয়ার না
আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সংবলিত ড.
ভবনের পাঁচতলা পর্যন্ত নির্মাণ কাজ প্রা
হাজারেরও বেশি দেশী-বিদেশী বইসহ,
থিসিস, রিপোর্ট সংবলিত সমৃদ্ধ কেন্দ্রীয়
বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম একটি স্থাপনা
কেন্দ্র। যার সাহায্যে এই এলাকার আ
নির্ণয় করা যায়। এখান থেকে একটি
গবেষণা জার্নাল প্রকাশ করা হয়।

ভৌত অবকাঠামো: অবকাঠামোর ম
কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ, কেন্দ্রীয় শ
একাডেমিক ভবন, একটি প্রশাসনিক
হোস্টেল, ৩টি ছাত্রী হোস্টেল, আধুনিক
১০০ আসনের একটি ভিআইপি সেমিনার
আসন বিশিষ্ট আরও দুটি শীতাতপ নিয়
আছে একটি ভি. আই. পি গেস্ট হাউ
ডাক্তার ও এ্যাম্বুলেন্সসহ ১২ শয্যার
সেন্টার, আছে জিমন্যাসিয়াম, শি
কর্মচারীদের জন্য আছে ক্লাব হাউস,
ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কশপ এবং ছাত্র
বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব পরিবহন ব্যবস্থা ই